R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG-112 Regd. No.—WB/MSD—4

সুখ ★ স্বাচ্ছন্দ্য ★ নিরাপত্তা
ত্রয়ীর সম্মেলন
নিবেদিতা লজ
।। স্থান ।।
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
আধুনিক সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যে পরিপূর্ণ এই লজে নিরাপদে, স্বল্প ব্যয়ে থাকার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত **শরৎচন্দ্র পণ্ডিত** (দাদাঠাকুর)

অবজেকশন ফর্ম, রেশন কার্ডের ফর্ম, পি ট্যাক্সের এবং এম আর ডিলারদের যাবতীয় ফর্ম, ঘরভাড়া রসিদ, খোঁয়াড়ের রসিদ ছাড়াও বহু ধরনের ফরম এখানে পাবেন।
দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফোন নং-১১২

৮০শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই চৈত্র বুধবার, ১৪০০ সাল
২৩শে মার্চ, ১৯৯৪ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫ টাকা

ফ্রন্ট সরকারের কোন বাণিজ্যিক মানসিকতা নেই—বিদ্যুৎমন্ত্রী

নবারুণ : এই মাসের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় শক্তিমন্ত্রী এন, কে, পি, সালভে বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৫০০ মেগাওয়াট ইউনিটটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। এর ফলে এন টি পি সির বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ালো ১৬০০ মেগাওয়াট। চুক্তিমত এই কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুতের ৩৫ ভাগ কিনে নেওয়ার কথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ; কিন্তু পঃ বঙ্গ সরকার সেই পরিমাণ বিদ্যুৎ নিতে গড়িমসি করছেন বলে অভিযোগ। এর ফলে কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উদ্‌বৃত্ত থেকে যাচ্ছে। সেকারণে ইষ্টার্ণ পাওয়ার গ্রিডের মাধ্যমে এই উদ্‌বৃত্ত বিদ্যুৎ এখন পাঠানোর চেষ্টা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশে। বিদ্যুৎ মন্ত্রী পঃ বঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তাঁর বক্তব্যে জানান—ফ্রন্ট সরকারের কোন বাণিজ্যিক মানসিকতা নেই। এখানে রাজ্যের ভাল-মন্দ বিচার হচ্ছে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে। কর্মীদের রাজনৈতিক দলের কাছে আত্মসমর্পণের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ফলে তাঁদের ওয়ার্ককালচার নষ্ট হচ্ছে। কর্মীরা কাজ করছেন না। শুধুমাত্র বিক্ষোভ কর্মসূচীতে বদ্ধ হয়ে কর্মযজ্ঞের ক্ষতিসাধন করে চলেছেন। এদিকে কর্মীরা যৌথ প্ল্যান্ট লেবেল কমিটি মারফৎ মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দিয়ে তৃতীয় ইউনিটের কাজ এখুনি শুরু করার দাবী জানিয়েছেন অপরদিকে তাপবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ শেষ ৫০০ ইউনিটের কাজ এই মুহূর্তে শুরু করতে দ্বিধাগ্রস্ত। স্থানীয় বিধায়ক আবুল হাসনাৎ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁদের দাবীর প্রতি সহানুভূতিশীল নন ; তিনি কোন আশ্বাস দিলেন না। ফরাক্কা ২১০০ মেগাওয়াটের মর্য্যাদা পাবে কিনা তাও বললেন না। ৫ম ইউনিটের কাজ শুরু হওয়ার সাথে সাথে নানান দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে ; সেই সমস্ত দুর্ঘটনা এড়াতে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চলছে না বলে বিধায়ক অভিযোগ করেন।

ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন ব্যবহারে অভিযুক্ত শিক্ষককে স্কুলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না

জঙ্গিপুর : ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করায় শিক্ষককে স্কুলে ঢুকতে দিচ্ছেন না গ্রামবাসীরা। রঘুনাথগঞ্জ পূর্বচক্রের নতুন পিয়ারাপুর প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক হরমোহন সিংহ ওরফে হারু সিং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। হারু সিং জঙ্গিপুর পুরসভার একজন কংগ্রেস কমিশনারও। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, চক্রান্তের শিকার হয়েছেন ঐ কমিশনার তথা শিক্ষক। ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, টপি সাহা (১২) নামে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীটির সঙ্গে ক্লাসে ঐ শিক্ষক অশালীন আচরণ করেছেন। ঘটনাটি ২ মার্চের। অভিভাবকরা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ৭ মার্চ। ঐ স্কুলে ৪ জন শিক্ষক ১ জন শিক্ষিকা। আরও জানা যায় ঐ শিক্ষকের বিরুদ্ধে এর আগে আরও কয়েকবার একই ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। গ্রামবাসীরা অভিযোগপত্রে ঐ ঘটনাগুলিরও উল্লেখ করেছেন। টপি এখন স্কুলে যাচ্ছে না। ২৩ মার্চ টপি সাহার বাড়িতে গিয়ে তার মায়ের কাছে ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেল। 'কংগ্রেসীদের 'চক্রান্তের' অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্ন ছুঁড়তেই টপির মা বলেন ; আমরা গরীব মানুষ। রাজনীতি—ফাজনীতি বুঝি না। কোনো (৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ডাঙ্কেল চুক্তির বিরুদ্ধে সি পি এমের পদযাত্রা

রঘুনাথগঞ্জ : বহু বিতর্কিত ডাঙ্কেল চুক্তির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে জঙ্গিপুর জোনাল কমিটি সি পি আই (এম) গত ২০ থেকে ২২ মার্চ জঙ্গিপুর এবং রঘুনাথগঞ্জের গ্রামগুলিতে পদযাত্রা ও পথসভা করে (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

তরুণী এ্যাডভোকেটের আত্মহত্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২১ মার্চ রাতে জঙ্গিপুর বারের তরুণী এ্যাডভোকেট নবনীতা ব্যানার্জী বহরমপুরে তাঁর স্বামীগৃহে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা যায়। তাঁর মৃত্যুশয্যার পাশে 'বেগন' কীটনাশকের একটি শিশি পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যু আত্মহত্যা, না খুন করে আত্মহত্যার রূপ দেওয়া হয়েছে এই নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। ২২ মার্চ সকালে খবর পেয়ে জঙ্গিপুর বারের কয়েকজন এ্যাডভোকেট বহরমপুর যান ও পোষ্টমর্টেমের পর ২৩ মার্চ তাঁর মৃতদেহ জঙ্গিপুরে আনার পর স্থানীয় রঘুনাথগঞ্জ শ্মশানে শেষকৃত্য হয়। তাঁর স্বামী পলাতক। স্বামীর আত্মগোপনের ফলে এই মৃত্যুকে খুন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বহরমপুর ও জঙ্গিপুর বার ২৩ মার্চ বন্ধ থাকে।

ডিলার রেশন দিচ্ছেন না প্রতিবাদ করলে হেনস্থা করছেন

সাগরদীঘি : এই থানার মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন চাঁদপাড়ার এম আর ডিলার খোসমহম্মদ সেখ রেশন ঠিকমত দিচ্ছেন না বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। খবর উক্ত এম আর ডিলার দোগাছি গ্রামের কার্ডহোল্ডারদের নানা (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভঁাড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
র : আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই চৈত্র বুধবার, ১৪০০ সাল।

বসন্তোসবের আতঙ্ক

বসন্তোসব বা দোল উৎসব আসিতেছে। প্রাচীনকালে এই উৎসব রঙ্গে রসে তরুণ তরুণীদের এক আনন্দময় উৎসব হইয়া উঠিত। প্রকৃতিতে শীতের কুহেলী কাটিয়া গিয়া বৃক্ষলতাদিতে নবীন পত্রপল্লব, নবমুকুলের রঙ ও সুবাস দিক দিগন্ত আমোদিত করিয়া তোলে এই বসন্তে। প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনেও লাগে রঙ। সেই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটে উৎসবের মধ্য দিয়া। বৃদ্ধ, শিশু, তরুণ-তরুণী সকলেই প্রকৃতির রূপ রস আত্মস্থ করিয়া নূতনের জয়গানে মত্ত হইয়া উঠে। ফুলে ফুলে গুঞ্জন করিয়া মধুপানে রত হয় মধু মক্ষিকা, ভ্রমরা ভ্রমরী। প্রজাপতির পাখায় রঙের আলপনা ছড়ায় কাননে কাননে। তরুণ তরুণীরা গানে গানে বরণ করে প্রকৃতিকে। রঙে ও আবীরে পরস্পরকে করিয়া তোলে রঙময়। অতি প্রাচীনকালে এই রঙের উৎসবে বাঁধন হারা আনন্দে মিলিত হইত তরুণ তরুণীরা। এই উৎসব তুলনা-হীন। কিন্তু ধীরে ধীরে এই সুন্দর উৎসবের রঙ বদলাইতেছে। বসন্তোৎসব ক্রমশ: বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে। উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া হৈ-হুল্লোড়, নোংরামি সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। রঙ আবীর হইয়া পড়িয়াছে গৌণ, এখন নোংরা নর্দমার জল-কাদা লইয়া ইতরামীতে সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত। যে মহান উৎসব একদিন মানবধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া সকলজনকে, সকল স্তরের মানুষকে লইয়া প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে একত্রিত হইয়া রঙে রঙে রাঙাইয়া দিত, তাহা আজ আর নাই। আজ এই উৎসব পরিণত হইয়াছে ভয়ঙ্কর হুল্লোড়বাজিতে। আশ্চর্য্যের বিষয় মহান এই উৎসব তাহার তাৎপর্য্য, মাধুর্য্য হারাইয়াছে। রুচিবোধ বিসর্জিত হইয়াছে। পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা প্রকাশের বোধ আজ লুপ্ত হইয়াছে। তাহার বদলে আসিয়াছে উৎকট হুল্লোড়ের মাধ্যমে অপরকে আতংকিত করিয়া তুলিবার অমানবিক ব্যবহার। এমন কি এই উৎসবের পাণ্ডাদের হস্তে রোগী ও স্ত্রীলোকও রেহাই পাইতেছেন না। মদ প্রভৃতি নেশার সামগ্রী নির্বিবাদে ব্যবহৃত হইতেছে। মত্ত অবস্থায় মারামারি, বোম-বাজি, লাঠি, ছোরা ব্যবহার হইতেও শোনা যাইতেছে। প্রতি বৎসর উৎসবের অজুহাতে বহু কিছু প্রাণও বলি যাইতেছে। সেদিনের প্রাচীন ধর্মীয় উৎসবের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ইহা পর্যবসিত হইয়াছে গুণ্ডামী ও মাতলামির প্রকাশ্য ইতরামিতে। যাহা ছিল একদিন সার্বজনীন আনন্দ উৎসব তাহা আজ পরিণত হইয়াছে আতংকে। সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ দোল উৎসবের ভয়াবহতা দেখিয়া ভাবিতেছে ইহা আইন করিয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়।

সঞ্চয়িতা ফেভারিট ব্যানিয়ান রেনেসাঁস লালবাতি জ্বাললো— এবার কার পালা

বিশেষ সংবাদদাতা : কয়েক বছরে পর পর বেশ কয়েকটি নন ব্যাঙ্কিং সঞ্চয় সংস্থা লালবাতি জেলে সাধারণ খেটে খাওয়া বহু মানুষকে পথে বসিয়ে সরে পড়লো। সম্প্রতি ডুব দিলো রেনেসাঁস। সরকার থেকে ডুব দেওয়ার পর তাঁদের কর্মকর্তাদের ধরে মামলা রুজু করা হলেও আমানতকারীরা টাকা ফেরৎ পেয়েছেন এমন ঘটনা জানা যায়নি। কোথাও পেয়ে থাকলে তা সঞ্চিত অর্থের সামান্য কিছু অংশ। এমনও দেখা গিয়েছে ঐ কর্মকর্তারাই কিছুদিন যথারীতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি নিয়ে পুনরায় অন্য নামে সংস্থা খুলে ব্যবসা করে চলেছেন। স্থানীয় শহরেও এ রকম ভুরি ভুরি সঞ্চয় সংস্থা গজিয়ে উঠেছে। কেউ কেউ জাল গুটিয়ে ভাল অর্থ আত্মসাৎ করে চম্পটও দিয়েছেন। তার মধ্যে সাম্প্রতিক-কালে ব্যানিয়ান, ফেভারিট, শর্ম্মিষ্ঠা অন্যতম। এরা সকলেই কিন্তু সরকারী শংসাপত্রপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তারই বলে ব্যবসা করছিলেন। এর দ্বারা বোঝা যায় আইনের মধ্যে কোথাও একটা বৃহৎ ফাঁক রয়েছে। সে ফাঁকের সুযোগ নিয়ে কিছু কুচক্রী বুদ্ধিমান সাধারণ মানুষকে ঠকিয়ে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করছেন। এই যে শয়ে শয়ে কোম্পানী অনুমোদন পাচ্ছেন তাঁরা নিয়ম-কানুন মেনে চলছেন কিনা, আমানতকারীরা এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন কিনা তা কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা সরকারী প্রশাসন অনুসন্ধান করছেন না বলেই মনে হয়। সাধারণ চোর ডাকাতের চেয়েও এদের অপরাধ অনেকগুণ বেশী। চোর ডাকাত আইন ভঙ্গকারী, আর এই সব সংস্থা আইনের মধ্য দিয়েই আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছেন। এঁরা শুধু চোর নন এঁরা জোচ্চোর। এই সমস্ত সংস্থা আবার জনগণের খুব কাছের মানুষ হয়ে ওঠার জন্য ও তাঁদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য সংবাদপত্র জগতে প্রবেশ করে নিজস্ব সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁদের সংস্থার মহিমা কীর্তন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাঁদের সংস্থাকে বিশ্বাসী প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করে তুলছেন। রেনেসাঁস কোম্পানীও সংবাদপত্র বার করেন। এইরূপ অনেক সঞ্চয় সংস্থার নিজস্ব পত্রিকা আছে। সেই পত্রিকার কর্মী হিসাবে বহু বেকার যুবককে তাঁরা মাঠে নামিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। অর্থলগ্নীতে কাজে লাগাচ্ছেন। বর্তমানের এরূপ একটি বৃহৎ সংস্থা যা বাজারে যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁরাও নাকি পাততাড়ি গোটাতে চলেছেন বলে গুজব রটেছে এঁরা তাঁদের সঞ্চয় সংস্থার মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থ নানা নামে নানান কোম্পানীতে বিনিয়োগ করেছেন এবং সেই সব বহু ব্যবসার মাধ্যমে পাঁচ সাতশো কোটি টাকার মত (কার কারও মতে ১৮/২০ কোটি টাকা) সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। এখন তাঁরা লক্ষ লক্ষ ঐ সব আমানতকারীকে আইনের ফাঁকে প্রতারিত করার ব্যবস্থা করছেন তাঁদের ঐ সঞ্চয় সংস্থাটিতে লালবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে। আমরা পঃ বঙ্গের অর্থমন্ত্রীর দপ্তরের কাছে দাবী জানাচ্ছি তাঁরা সজাগ হয়ে এই গুজবের অনুসন্ধান করুন এবং লক্ষ লক্ষ রাজ্যবাসীকে আবার একবার প্রতারিত হবার হাত থেকে রক্ষা করুন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

অচল মিটার প্রসঙ্গে

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর সংবাদে 'মিটার অচল করে' যে সংবাদটি পরিবেশিত হয় তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমার এই প্রতি-বাদপত্র। সংবাদে প্রকাশ থাকে যে ৫/৬টি দোকানে বে-আইনি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে—সংবাদটি সর্বৈব মিথ্যা। যদি বে-আইনি বিদ্যুৎ সংযোগ করা হত এবং ফুটো করে মিটার অচল করা হত তবে পুনরায় অফিস থেকে নূতন মিটার বসিয়ে বিদ্যুৎ পুনঃ সংযোগ করা হত না গত ১৩ই মার্চ। বিদ্যুৎ বিভাগ কোর্টের নির্দেশ (কোর্টের নির্দেশ : ১৫ দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করতে বলা হয়) অবমাননা করায়, কোর্ট অবমাননারও কেস করা হয়। এই প্রসঙ্গে আরও জানাই এই মিটারটি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ অচল; বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ বিভাগ আমার মিটার পরিবর্তন না করে প্রতি মাসে 'এভারেজ' বিল নিয়ে থাকে এবং আমি আজ পর্যন্ত ডিফলটার হইনি। এমতাবস্থায় আমার অপরাধ কোথায়?

কনকলতা সিংহরায়, রঘুনাথগঞ্জ

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ

বিশ শতকের বিশ কথা

আবদুর রাকিব

বঙ্গভঙ্গকে কি ভারত-ভঙ্গ বলা যাবে? না, যাবে না। কেন না, বড়লাট কার্জন যদিও বাংলার চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের সঙ্গে আসামকে যোগ করে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করেন, তবুও সেটির ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন প্রশ্ন ছিল না। তবে এটা ঠিক, এ বিভাজনের ভিত্তি ছিল ভেদবুদ্ধি। আর এ ব্যাপারে কার্জনের কাছে গোপন নির্দেশও ছিল। সেক্রেটারী অব ষ্টেট ফর ইণ্ডিয়া জর্জ ফ্রান্সিস হ্যামিলটন কার্জনকে লেখেন:

'আমার মনে হয়, ভারতে আমাদের শাসনের প্রকৃত বিপদ হল—এখন নয়, ধরুন ৫০ বছর পরে—পাশ্চাত্যের বিক্ষুব্ধ ভাবধারার ধারাবাহিক গ্রহণ ও বিস্তার। এবং আমরা যদি ব্যাপকহারে ভিন্ন দৃষ্টিভংগীর অনুবর্তী হয়ে শিক্ষিত ভারতীয়দের দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি, তাহলে এ ধরনের বিভাজনের দ্বারা অতি সূক্ষ্ম ও অনবচ্ছিন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করা উচিত—যা আমাদের সরকারের নিয়মবিধির ওপর অবশ্যই গড়ে তুলবে শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষা সম্পর্কিত পাঠ্য পুস্তকগুলির পরিকল্পনা এমন হবে, যাতে সম্প্রদায়ে বৈষম্য আরও জোরদার হয়।'

এই সূক্ষ্ম চিন্তার কৃমিকীট কি শুধু হ্যামিলটনের মস্তিষ্কে কিলবিল করছিল? এ ব্যাধি ছিল সামুদ্রিক সব জাতিরই। সেক্রেটারী অব ষ্টেট, উডও লিখেছিলেন লর্ড এলগিনকে:

'আমরা ভারতে আমাদের ক্ষমতা ধরে রেখেছি এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য শ্রেণীকে লেলিয়ে দিয়ে। আর, আমাদের তা করতেই হবে। অতএব সার্বজনীন বোধ থেকে সবাইকে প্রতিহত করার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হোন।'

গবর্ণর জেনারেল ডাফরীন ভারতের শিক্ষা ও উপকরনের ওপর একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। তো, তখনও তিনি পেয়ে গেলেন ক্রসের নির্দেশ:

'ধর্মীয় অনুভূতির এই ভেদ আমাদের এক মস্ত সুবিধা। আর ভারতের শিক্ষা ও শিক্ষাপোকরন সংক্রান্ত আপনার তদন্ত কমিটির কাছে কিছু সুফলের প্রত্যাশায় আছি।'

ক্রশ মিথ্যে বলেননি। এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথও বলেন, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ যদি ভেতরের না হত, তাহলে বাইরে থেকে ঘা দিয়ে ইংরেজরা হিন্দু মুসলিমের মধ্যে এমন সামাজিক ফাটল সৃষ্টি করতে পারত না।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে অন্তত প্রদেশ বিভাজনের বেশ কিছু পরিকল্পনা বার বার এদেশে দেখা গেছে—যদিও সেগুলি ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু ঐ উদ্যম কিংবা পরিকল্পনা অন্তত পরোক্ষভাবেও পাকিস্তান ভাবনাকে প্রভাবিত করেছে। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। (পরের সংখ্যায়

একই সঙ্গে দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম দিলেন মা

রঘুনাথগঞ্জ: সম্প্রতি এই থানার গদাইপুরের এক মা দুঃখিনী দাসী একই দিনে দুই পুত্র ও এক কন্যার জন্ম দিলেন। গৃহস্বামীর নাম সুবরণ মাঝি। বাড়ীতেই গ্রাম্য দাইমার হাতে সুস্থভাবেই এই তিন সন্তান প্রসব হয়। প্রায় পনের দিন পরও সন্তান তিনটি বেশ সুস্থ অবস্থায় আছে বলে খবর।

ভাড়া দেওয়া হবে

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়ায় (ডাঃ শম্ভুনাথ সরকারের পুরানো ডিসপেনসারী) একটি ৭´×১৯´ ঘর ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ করুন— জ্ঞানেন্দ্র ভবন

রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া

অশোভন ব্যবহার (১ম পৃষ্ঠার পর)

মা কি মেয়ের কলঙ্ক রটাতে চায়? গাঁয়ে থাকি, মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না? টপির বাবা দিলীপ সাহা জঙ্গিপুর বাজারে গুড় বেচে। তাঁকে শুধাতেই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলেন, শিক্ষকের এ অন্যায়ের বিচার চাইতে আমি এস ডি ও, ডি এম পর্যন্ত যাব 'প্রতিকার না পেলে' দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'বিচার নিজেই করব। মেয়ের উপর অন্যায়ের প্রতিশোধ নিবই।' স্কুলের পাশেই টপির বাড়ি। সেদিন স্কুলে গিয়ে দেখলাম—১১-৪৫ মিনিটেও শিক্ষকরা অফিস ঘরে বসে গল্প করছেন। কচি-কচি শিশুরা ক্লাসে বসে চেঁচামেচি করছে। প্রধান শিক্ষক অনাথ প্রামানিককে ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাইলে সত্য-মিথ্যা সম্পর্কে কিছু না বলে এড়িয়ে গেলেও পরোক্ষে ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে আলোচনায় এক রকম স্বীকার করে তিনি জানান, অভিভাবকরা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন ঐ শিক্ষক সম্পর্কে গত ৭ মার্চ। প্রধান শিক্ষক ১০ মার্চ স্কুল উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক ডাকেন। বৈঠকে ঘটনাটির গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে অভিযোগগুলি সম্পর্কে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্তের কথা প্রধান শিক্ষক এস আই অব স্কুলস্‌কে জমা দেন ১৫ মার্চ। এস আই. কান্দীর একটি স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণে ব্যস্ততার জন্য এ ব্যাপারে এখনও কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। তবে, ২৯ মার্চ ঘটনার তদন্তে ঐ স্কুলে যাবেন বলে প্রধান শিক্ষককে জানিয়েছেন বলে খবর। অভিযুক্ত শিক্ষক হারু সিং ঘটনার পর অর্থাৎ ৩ মার্চ থেকে স্কুলে যেতে পারছেন না। গত ১৭ মার্চ স্কুলে গেলে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা তেড়ে এলে হারু সিং পালিয়ে বাঁচেন। গ্রামবাসীদের সাফ কথা, ঐ একজন শিক্ষককে (শেষ পৃঃ দ্রঃ

NTPC

National Thermal Power Corporation Ltd.
(A Government of India Enterprise)
Farakka Super Thermal Power Project
P. O. Nabarun : Dist. Murshidabad, West Bengal : Pin-742236

Materials Department

Auction Sale of Scrap

Date, Time & Venue of Auction : 29-3-93, from 10 a.m. onwards at Administrative Building Auditorium, NTPC, Farakka, P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad. (W. B.) Materials: Structural Steel (600 MT). Mixed Iron (300 MT), CST-9 Sleeper (60 MT), Off-cut Plate (50 MT), Empty Lube Oil Drums (3500 Nos.), Diesel Jeeps, Omni-Bus, Car, Ambulance, Motorcycle etc. Inspection of materials: From 16-3-94 to 26-3-94. Auction catalogues can be obtained f... cost from the office of MSTC and NTPC, Farakka. Successful bi... can avail L/C facility also.

বিজ্ঞপ্তি

আমি জঙ্গিপুর সব রেজষ্ট্রি অফিসের ইং ৩০-১-৬৭ তারিখের রেজেষ্ট্রিকৃত দলিল মূলে আমার দাদা শ্রীমাধাইচন্দ্র দত্ত, পিতা ৺কমলাকান্ত দত্ত এর নামে আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছিলাম। তাহা অদ্যকার তারিখ হইতে রহিত হইল। ঐ ক্ষমতাবলে তিনি দলিল সম্পাদন ইত্যাদি কোন কার্য্য করিলে গ্রাহ্য হইবে না। কোন ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে আমার ভূ-সম্পত্তি ক্রয় বা দানপত্র ইত্যাদি গ্রহণ করিলে নিজের দায়িত্বে করিবেন।

দক্ষিণগ্রাম, হরিরঞ্জন দ...
২২-৩-৯৪

ডিলার রেশন দিচ্ছেন না (১ম পৃষ্ঠার পর)

অজুহাতে রেশন দিচ্ছেন না। কেউ প্রতিবাদ করলে খোসমহম্মদ তাঁর মদতদাতা মাস্তানদের দিয়ে গ্রামবাসীদের হেনস্থা করছেন। মারধোরেরও অভিযোগ উঠেছে। এমন কি মহিলারাও এদের হাতে লাঞ্ছিতা হচ্ছেন বলেও জানা যায়। মার খেয়েছেন এমন কতকগুলি লোকেরও নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন মনোরঞ্জন প্রামাণিক, নওসাদ সেখ, পথি বেওয়া এবং বিধান প্রামাণিক। এঁদের অভিযোগক্রমে গত ৬ মার্চ সাগরদীঘি খাদ্যসরবরাহ পরিদর্শক এবং উপ-পরিদর্শক পঞ্চায়েত অফিসে এসে সদস্যদের সামনেই তদন্ত করেন। সেখানে গ্রামবাসীরা তাঁদের উজ্জ্বলনগরের ডিলার প্রহ্লাদ দাসের কাছ থেকে রেশন দেবার ব্যবস্থা করার দাবী জানান বলে খবর।

অশোভন ব্যবহার (৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্কুল থেকে সরাতেই হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থাও করতে হবে। নইলে, ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষককেই গ্রামবাসীরা স্কুলে ঢুকতে দেবে না। ঐ শিক্ষকের আচরণে কংগ্রেস কর্মীরাও প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তাঁদের দাবী দলের ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে এ কমিশনারকে অবিলম্বে দল থেকে তাড়াতে হবে।

ডাঙ্কেল চুক্তির বিরুদ্ধে (১ম পৃষ্ঠার পর)

জাঠা কর্মসূচী পালন করে। ২২ মার্চ রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে ঐ কর্মসূচীর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এক জনসভা হয়। রঘুনাথগঞ্জ গণনাট্য সংঘ উদ্বোধনী সঙ্গীত শোনান। জঙ্গিপুরের সি পি এম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে বলেন, '৭২টি গ্রাম তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে ২০—২২ মার্চ পদযাত্রা করলেন প্রায় ১০০ জন সি পি এম কর্মী। ৪৭ বছর পর দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে পারব কি না, এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি আজ। ডাঙ্কেল প্রস্তাবের ফলে সারা পৃথিবীতে একটা বাজার থাকবে। ধনবাদী দেশগুলিতে বেকারি বাড়ছে, বিক্ষোভও বাড়ছে। তাই বিক্ষোভ দমন করতে, মূল্যস্ফীতি হ্রাস করতে, বেকারি সমাধান করতে বাজার চাই। বিশ্বের বাজার উন্মুক্ত করতে ধনবাদী দেশগুলোর নেতৃত্বে গ্যাট্-চুক্তির মাধ্যমে এই ডাঙ্কেল প্রস্তাব। দেশের সামনে আজ ভয়াবহ সর্বনাশ—আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের কাছে হাঁটু গেড়ে দিচ্ছে নরসীমা সরকার। এপ্রিল মাসে ডাঙ্কেল চুক্তির দ্বিতীয় দফা চুক্তি হবে। দেশে ৪ লক্ষ কলকারখানা বন্ধ, বাজেটের আগে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিল, আবার বাজেটে ৬ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স চাপিয়ে দিল। ডাঙ্কেল প্রস্তাব কার্যকর হলে বেকারি বাড়বে, জিনিসপত্রের দামও আগুন হবে, ওষুধের দাম নাগালের বাইরে চলে যাবে। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত মানুষ গরীব হবে, দারিদ্র্য-সীমার অনেক নীচে চলে যাবে দেশের ৮০ ভাগ মানুষ। তাই আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল নরসীমা সরকারের চক্রান্ত রুখতে হবে। ডাঙ্কেল চুক্তির প্রত্যাহার, বাতিল করা দাবীতে আমাদের আগামী দিনের আন্দোলন বুকের রক্ত ঢেলে রক্ষা করার জন্য, আরেকটা স্বাধীনতা সংগ্রাম করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।' প্রধান বক্তা মুর্শিদাবাদের সাংসদ মাসুদাল হোসেন বলেন, 'গ্যাট্-চুক্তি সই করতে যা যা শর্ত পূরণ করা দরকার, কেন্দ্রিয় সরকার তা করতে আরম্ভ করেছে। গ্যাট্-চুক্তিতে বলছে যা যা— দেখুন, সার, খাদ্যে ভর্তুকী উঠে গেছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সময় যাঁরা হাততালি দিয়েছিলেন, তাঁরা আজ হাততালি দিচ্ছেন না কেন? ২০টি বিদেশী ব্যাঙ্ক আসছে—তারা প্রচুর সুযোগ সুবিধা দেবে। ফলে, অসম প্রতিযোগিতায় দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি উঠে যেতে বাধ্য হবে। প্রচুর ব্যাঙ্ককর্মী বেকার হয়ে যাবে। অন্যান্য বক্তারা ছিলেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল, জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক গিয়াসুদ্দিন।

ফিডার ক্যানেল থেকে ফেরী মাঝির মৃতদেহ উদ্ধার

আহিরণ : সুতী থানার হাজিপুর গ্রাম এলাকার ফিডার ক্যানেলের ফেরীঘাটের মাঝি পরীক্ষিৎ রায়ের মৃতদেহ ফিডার ক্যানেলের জল থেকে গত ১৭ মার্চ উদ্ধার করা হয়। এটিকে একটি খুনের ঘটনা বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। খবর গত ১৪ মার্চ থেকেই পরীক্ষিৎ নিখোঁজ হন। উল্লেখ এই ফেরীঘাটে পারাপারের প্রয়োজনে ১৪ জন মাঝি নিযুক্ত আছেন। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এঁদের মত না নিয়েই আরও তিনজন মাঝি নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। ঘাটের ইজারাদারও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একমত হন। এই নিয়োগের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কর্তৃপক্ষ ও ইজারাদারের সঙ্গে মাঝিদের কোন্দল শুরু হয়। এই কোন্দলকে কেন্দ্র করে মাঝিদের মধ্যে দুটি পৃথক মতের দল তৈরী হয়। পুলিশের ধারণা এই গোলমালের ফলেই খুন। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

আপনার সংসারের
ছোট খাটো সমস্যার সমাধানে

কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স
গভ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

টিভি, ভিসিপি, ভিসিআর ও ফ্রিজের
কনট্রাক্ট বেসিস মেরামত কোম্পানী

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ॥ গনকর
ফোন নং : গনকর ২২৯

সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী—কোরিয়াল, জামদানি জোড়, পাঞ্জাবির কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিন্টেড শাড়ির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে ... পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।